R. N. No. 2532/57 Ph. : 66228 (P.), 67228 (Resi.)/STD 03483 P. Regd. No. Tech./WB/RNP.214/2003

আধুনিক ডিজাইনের
আলমারী, চেয়ার, টেবিল,
খাট, সোফা ইত্যাদি
যাবতীয় ফার্নিচার বিক্রেতা
বি কে
ষ্টীল ফার্নিচার
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ
ফোন নং—২৬৭৫২৪

জঙ্গিপুর সংবাদ

সাপ্তাহিক সংবাদ-পত্র

Jangipur Sambad, Raghunathganj, Murshidabad (W. B)

প্রতিষ্ঠাতা—স্বর্গত শরৎচন্দ্র পণ্ডিত (দাদাঠাকুর)

প্রথম প্রকাশ : ১৯১৪

জঙ্গীপুর আরবান কো-অপঃ
ক্রেডিট সোসাইটি লিঃ
রেজি নং—১২ / ১৯৯৬-৯৭
(মুর্শিদাবাদ জেলা সেন্ট্রাল
কো-অপারেটিভ ব্যাঙ্ক
অনুমোদিত)
ফোন : ২৬৬৫৬০
রঘুনাথগঞ্জ ।। মুর্শিদাবাদ

৮৯শ বর্ষ
৪৯শ সংখ্যা

রঘুনাথগঞ্জ ১৬ই বৈশাখ, বুধবার, ১৪১০ সাল।
৩০শে এপ্রিল, ২০০৩ সাল।

নগদ মূল্য : ১ টাকা
বার্ষিক : ৫০ টাকা

বিদ্যুৎহীন গ্রামের মানুষ নেতাদের ভাঁওতার প্রতিবাদে এবার ভোট বয়কট করছেন

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত বিধানসভা নির্বাচনের আগে প্রতিশ্রুতি দিয়েও ফ্রন্ট নেতারা কথা রাখেননি। তারই প্রতিবাদে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের লক্ষ্মীজোলা অঞ্চলের ইলাসপুর গ্রামের পুন্ড ক্ষত্রিয় সম্প্রদায় এবার পঞ্চায়েত ভোট বয়কট করছেন। ঐ গ্রামের বিধান দাসের অভিযোগ—গত বিধানসভা নির্বাচনের পরই গ্রামে বৈদ্যুতিকীকরণের কাজ শুরু হবে এবং পোল পড়ার কথা ঘোষণা করে গেলেও জঙ্গিপুরের বর্তমান বিধায়ক আর এস পির আবুল হাসনাৎ (চন্দন) কিছুই করেননি এখন পর্যন্ত। গ্রামের মানুষের সঙ্গে প্রবঞ্চনা করা হয়েছে। বিদ্যুৎ ও চলাচলের উপযুক্ত রাস্তার দাবীতে ইলাসপুর প্রাথমিক স্কুলের ১১৭ নং বুথের প্রায় ৮৮৬ জন ভোটদাতা এবার ভোট দিচ্ছেন না। এই প্রসঙ্গে আরো জানা যায়, ইলাসপুর চৌধুরীপাড়া থেকে গ্রামের ভিতর দিয়ে সেতার বিশ্বাসের বাড়ী পর্যন্ত রাস্তা তৈরীর কথা দিয়েও এখন কোন নেতাই তা করছেন না। অন্যদিকে ইলাসপুর ইঁদারাতলা থেকে গঙ্গার ধার বরাবর ফেরী ঘাট পর্যন্ত রাস্তাটি ইট ও মোরাম দিয়ে নির্মাণের জন্য ৩৭,০০০ টাকা মঞ্জুর হয়। সেখানে পঞ্চায়েত প্রধান ও ঠিকাদারের যোগসাজসে ১৯,০০০ টাকার মাটি ও ভাঙা ইট ফেলে রাস্তার কাজ শেষ করা হয়। এই নিয়ে এলাকার মানুষের মধ্যে গুঞ্জন উঠলে পরবর্তীতে আরো ৯,০০০ টাকার মতো ভাঙা ইট ঐ রাস্তায় বিছিয়ে দেয়া হয়। এরপর বড় পার্টিকে চাঁদা দিয়ে পুরো টাকার বিলই নাকি পাস করিয়ে নেয় ঠিকাদার। (শেষ পৃষ্ঠায়)

পেশীশক্তি, পয়সা আর প্রচার তিনটি 'প'-ই কংগ্রেসের নির্বাচনী হাতিয়ার—শ্যামল চক্রবর্তী

নিজস্ব সংবাদদাতা : গত ২১ এপ্রিল জঙ্গীপুর বাসষ্ট্যান্ড সংলগ্ন আমবাগানে ত্রিস্তর পঞ্চায়েতের প্রাক নির্বাচনী সভায় সি পি এমের কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য শ্যামল চক্রবর্তী প্রায় তিন হাজার মানুষের উপস্থিতিতে বলেন, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে মূল প্রতিদ্বন্দ্বী কংগ্রেস। যার হাতিয়ার হল তিনটি "প"। প্রথম "প" পেশী শক্তি, দ্বিতীয় "প" পয়সা আর তৃতীয় "প" প্রচার। কংগ্রেস নির্বাচনী তহবিলে ঠিকাদার, শিল্পপতি ও ব্যবসায়ীদের মোটা অংকের অর্থ সংগ্রহ করে প্রচুর সমাজবিরোধীকে ভদ্রলোকের মুখোশ পরিয়ে সন্ত্রাস সৃষ্টি করে চলেছে। আনন্দবাজার, বর্তমান প্রভৃতি সংবাদ মাধ্যম প্রকৃত তথ্য গোপন করে এদের প্রচারে কোমর বেঁধে আসরে নেমে পড়েছে। অন্যদিকে বৈদ্যুতিন মাধ্যমের কয়েকটি চ্যানেল এদের সাথে হাত মিলিয়ে মিথ্যা ও কুৎসা প্রচারে নেমেছে। তিনি বলেন, এরা গান্ধীজীর অহিংস নীতিকে গান্ধীজীর সাথে চিতায় জ্বালিয়ে হিংসাকে আশ্রয় করে ইতিমধ্যেই পশ্চিমবাংলায় অনেক সিপিএম কর্মী ও সমর্থককে খুন করেছে। কৃষি প্রসঙ্গে শ্যামলবাবু বলেন, অন্যান্য রাজ্যের তুলনায় আমাদের রাজ্যে কৃষি উৎপাদন অনেক বেশী। বামফ্রন্টের ভূমি সংস্কার নীতির ফলেই বেনামী জমি উদ্ধার (শেষ পৃষ্ঠায়)

ফ্রন্ট প্রার্থীদের খেয়োখেয়িতে কোথাও সমঝোতা হয়নি

নিজস্ব সংবাদদাতা : ফ্রন্ট প্রার্থীদের নিজেদের মধ্যে খেয়োখেয়িতে জঙ্গিপুর মহকুমার বহু অঞ্চলে সিপিএম প্রার্থীর সঙ্গে সরাসরি বিরোধিতায় নেমেছে বিশেষ করে আরএসপি। সুতী-১ ব্লকের ছ'টি অঞ্চলের মধ্যে শুধুমাত্র হারোয়া অঞ্চলে সুতী কেন্দ্রের বর্তমান বিধায়ক হারোয়া নিবাসী জানে আলম মিঞার তৎপরতায় সমঝোতা হলেও সেখানে অনেক আসনে আরএসপি বা ফঃ ব্লক (শেষ পৃষ্ঠায়)

স্কুল নির্বাচনে সব আসনেই কংগ্রেস জয়ী

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ ২ ব্লকের গোবিন্দপুর হাই স্কুলের অভিভাবক শ্রেণীর প্রতিনিধি নির্বাচনে কংগ্রেস বিপুল ভোটে জয়ী হয়। বার জন প্রার্থীর মধ্যে সিপিএম ৬টিতেই পরাজিত হয়। জয়ী প্রার্থীরা হলেন—আসরাফুল সেখ, ঈশা মিঞা, এমরান বিশ্বাস, নুরুল ইসলাম, মনিরুল হক এবং হাবিবুর রহমান। সিপিএমের এই ভরাডুবি আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনেও প্রভাব ফেলতে পারে বলে এলাকার কংগ্রেসীদের অনুমান।

পরস্ত্রীর ঘরে ঢোকার অপরাধে বোমায় একজনের মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা : রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের বহরা গ্রামের সেকেন্দার সেখের ছেলে নিজাম সেখ (২৮) গত ২৮ এপ্রিল রাতে বোমার আঘাতে মারা যায়। জানা যায়, ঐ দিন রাত ১১টা নাগাদ নিজাম তার কাকার ছেলে নাজেমের অনুপস্থিতির সুযোগ নিয়ে তার ঘরে ঢুকে পড়ে। ঘরের মধ্যে সে সময় নাজেমের (শেষ পৃষ্ঠায়)

সর্ব্বেভ্যো দেবেভ্যো নমঃ

জঙ্গিপুর সংবাদ

১৬ই বৈশাখ বুধবার, ১৪১০ সাল।

প্রণাম

কালের আবর্তনে আবার চলিয়া গেল ১৩ই বৈশাখ। শরৎচন্দ্র পন্ডিত দাদাঠাকুরের শুভ জন্মদিন এবং বেদনামুখর প্রয়াণ দিবস। ১২৮৮ বঙ্গাব্দের ১৩ই বৈশাখ তিনি ভূমিষ্ঠ হন। ১৩৭৫ বঙ্গাব্দের এই দিনেই তিনি মরজগৎ হইতে বিদায় লইয়াছেন। আজ তাঁহার স্মৃতি-তর্পণে আমরা বসিয়াছি।

একদা জীর্ণ কুসংস্কারগ্রস্ত আচার সর্বস্ব পল্লীসমাজে যিনি নগ্নপদে বিচরণ করিয়াছিলেন, তিনি পরবর্তীকালে সেই নগ্নপদের দৃঢ় ও বলিষ্ঠ চারণায় মহানগরী প্রকম্পিত করিয়াছিলেন। কথায় ও কাজে ছিল মহাআত্মপ্রত্যয়। তাই বিদেশী শাসকের রক্তচক্ষুকেও হেলায় অগ্রাহ্য করিতে পারিয়াছিলেন তিনি। স্বমহিমায় শ্রদ্ধা পাইয়াছেন মতিলাল, দেশবন্ধু, সুভাষচন্দ্র, মানবেন্দ্রনাথ প্রভৃতি নেতৃবৃন্দের। সর্বত্রই তিনি ছিলেন এক বিস্ময়। বঙ্গের বিদ্বৎ সমাজের নিকট হইতে তিনি পাইয়াছিলেন অগাধ ভালবাসা। এ তাঁহার স্বীয় সৃজনীশক্তি ও মননের ফলেই সম্ভব হইয়াছিল। তাঁহার 'বোতলপুরাণ' ও 'বিদূষক'-এর মাধ্যমে তিনি যেমন রঙ্গরসের সৃষ্টি করিয়াছেন, তেমনই নানাবিধ সামাজিক অন্যায় ও দুর্নীতির জন্য কথার চাবুকে জর্জরিত করিয়াছিলেন তাবৎ জনগণকে, যাঁহারা এই অন্যায় ও দুর্নীতির বেসাতিতে নিরত ছিলেন। তাঁহার চলার পথ কুসুমাস্তীর্ণ ছিল না। তথাপি তিনি অন্যায়ের সহিত আপোষ করেন নাই। তাঁহার মানসসন্তান 'জঙ্গিপুর সংবাদ' পত্রিকায় তাঁহার নির্ভীক লেখনীর দ্বারা তিনি অশ্রান্তভাবে তৎকালীন রাজনৈতিক ও সামাজিক অধিকারের বিরুদ্ধে জেহাদ ঘোষণা করিয়াছিলেন।

ব্যক্তি জীবনেও তিনি ছিলেন মরমী ও দরদী। নিজ দারিদ্রকে তিনি যেমন শান্তচিত্তে গ্রহণ করিয়াছিলেন, তেমনি দরিদ্রের দুঃকষ্টে তিনি অভিভূত হইতেন।

আমরা তাঁহার কর্মনিষ্ঠা, সত্যসন্ধতা ও মরমী হৃদয়ের প্রতি জানাই প্রণতি। আশীর্বাদ প্রার্থনা করি। তাঁহার আদর্শ-বর্তিকালোক আমাদের পাথেয় হোক।

সমাজসেবী দাদাঠাকুর

শ্রীহৃদয়রঞ্জন কাব্যতীর্থ

কালে কালে কত মানুষের আবির্ভাব ঘটছে কিন্তু কোথায় তারা মিলিয়ে যাচ্ছে অথচ যাঁরা দেশ ও জাতির কল্যাণে-তনুমন নিয়োজিত করছেন তাঁরা মানুষের মনের মণিকোঠায় দেবতার আসনে অধিষ্ঠিত থাকছেন—। দাদাঠাকুর হাস্যরসিক শরৎ পন্ডিত ঐ পঙক্তির এক পবিত্র পুরুষ।

Ready wit তাৎক্ষণিক তামাসায় তিনি সিদ্ধ হস্ত। পশ্চিমবঙ্গে সেবার অনাবৃষ্টি তাই ধান্য হয় না। এক বন্ধু বলেন—"শরৎ এবার অজন্মা, সংসার চলবে কেমন করে?' দাদাঠাকুর কৌতুক করে জবাব দেন—"যে রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী বি-ধান সেখানে কি ধান্য জন্মে?

রেডিও ষ্টেশনে এক বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত দাদাঠাকুর। ডাইরেক্টর বলেন—'সমবেত ব্যক্তিরা কত পদস্থ আর আপনি আজকেও খালি পায়ে?' দাদাঠাকুর জবাব দেন—'ওরা সব পদস্থ কোথায়? —জুতস্থ, আমি একমাত্র পদস্থ!' সভাকক্ষে হাসির হিল্লোল বয়ে যায়।

নেতাজী সুভাষচন্দ্রকে দাদাঠাকুর একদিন বল্লেন—"ইংরেজদের দেশ থেকে তুমিই তাড়াবে।" সুভাষ বলেন—কেন দেশে কি আর নেতা নেই! "দাদাঠাকুর উত্তর করেন—তোমার ঠোকরটা যে মোক্ষম্। গোড়াতেও Shoe শেষেও Shoe," সে কথায় সভার সবাই হেসে আকুল!

বস্তুতঃ দাদাঠাকুরের-এ সমস্ত বহিরঙ্গ মাত্র। আসলে তিনি ছিলেন যথার্থ সমাজসেবী। আমি তাঁর জীবন গ্রন্থের সেই পৃষ্ঠাই খুলে ধরব। জঙ্গিপুর শহরে কলেরার মহামারী। তাই জঙ্গিপুর হাই-স্কুলের প্রধান শিক্ষক বিদ্যালয় বন্ধ করে নিজের গ্রামে চলে যান। ছাত্রাবাসে এক কলেরা রোগী মৃত্যুর সাঙ্গ পাঞ্জা লড়ে। দাদাঠাকুরের সেখানে দ্রুত পদসঞ্চার হয়। ছাত্রটিকে সেবা শুশ্রূষার দ্বারা যমের দ্বার থেকে ফিরিয়ে আনেন।

দাদাঠাকুরের পাড়ার এক বৃদ্ধা কলেরা রোগে মারা যান। কলেরায় মৃত্যুর দরুন কেউ তার শব সৎকারে আসতে চায় না। এগিয়ে যান শরৎ পন্ডিত। বৃদ্ধার পুত্রদের সঙ্গ করে তিনি শবদেহ দাহ করে আসেন।

সমাজ দেহের বিষাক্ত ব্রণ পণ প্রথা। এই ঘৃণ্য প্রথা উচ্ছেদের দরুণ তিনি প্রাণপাত পরিশ্রম করেন। নিজ পুত্রদের বিবাহে তিনি পণ নেননা। বরযাত্রীদের যাতায়াত খরচ তিনি স্বয়ং বহন করেন।

সমাজবিরোধীরা রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় অশান্তি চালাচ্ছেই

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ১লা বৈশাখ ১৪১০ বছরের প্রথম দিন জঙ্গিপুর পুরসভার অন্তর্ভুক্ত ধনপতনগরে একটা মুরগী নিয়ে গন্ডগোলে পাশের বাড়ীর ভুজু মন্ডল, ভুজুর ছেলে প্রভু লোহার রড ও শাবল দিয়ে মানিক মন্ডলের স্ত্রী বাসন্তী ও তার মেয়েকে প্রকাশ্যে নির্মমভাবে মারধোর করে। মাথা ও হাত-পা দিয়ে রক্ত ঝড়তে থাকে। কয়েকজন গ্রামবাসী এদের ছাড়াতে গিয়ে দুজনের হাতে মার খান। রক্তাক্ত বাসন্তী রঘুনাথগঞ্জ থানায় গেলে পুলিশ গ্রামে তদন্তে আসে। কিন্তু দোষীদের বিরুদ্ধে কেউ ভয়ে মুখ খুলতে চায় না। উল্লেখ্য, ভুজুরা নাকি চিরদিনই সমাজবিরোধী। (৩য় পৃষ্ঠায়)

যে পিতা, পুত্রের বিবাহে পণ নেন তাঁর গৃহে দাদাঠাকুর হাজির থাকেন না। পাত্রের পিতাকে লক্ষ্য করে বধূর উক্তিতে কত ছড়া-গান পরিবেশন করেন। তা যেন কাল ফণীর দংশন।

লোকাহিতে সমর্পিত প্রাণ ছিলেন দাদাঠাকুর। এক বৃদ্ধ উকিলের মেয়ে জামাতা থাকেন সুদূর আসামের পার্বত্য অঞ্চলে। তাঁর মেয়েকে আনার লোক পাননা অসহায় বৃদ্ধ। দাদাঠাকুরের কর্ণগোচর হয় সে বার্তা। প্রেসের কাজকর্ম ফেলে দাদাঠাকুর ছুটেন সেখানে। দুদিন পরে কন্যাকে এনে দেন পিতার বক্ষে।

দাদাঠাকুর ছিলেন দরিদ্র দরদী। একদিন গঙ্গাস্নানে যান তিনি। সেখানে দেখেন এক মহিলা ছিন্ন বসনা। সঙ্গে সঙ্গে নিজধুতিখানি দিয়ে গামছা পরে তিনি বাড়ী ফেরেন। নিজের অভাব অনটনে দিন কাটে তবু তিনি দরিদ্র ছাত্রকে নিজ গৃহে রেখে পড়াশোনা করান। নিরক্ষরতা দূর করার জন্য দফরপুরে নৈশ বিদ্যালয় স্থাপন করে নিজেই শিক্ষা দেন।

দাদাঠাকুরের জীবনীকার নলিনীকান্ত সরকার বলেছেন—"দাদাঠাকুর ব্যক্তিটির সঙ্গে চাক্ষুষ সম্বন্ধ না থাকলে এ চরিত্রের সম্যক পরিচয় পাওয়া যায় না।" আমি কৈশোর থেকে বহুবার দাদাঠাকুরের সান্নিধ্যে গিয়ে ধন্য হয়েছি। আমার অনুভূতির কথা তাঁর পুণ্যস্মৃতির উদ্দেশ্যে নিবেদন করি—

অগ্নিশুদ্ধ যে ব্রাহ্মণে বিলাসের বিষ কভু
পারেনি স্পর্শিতে
অধরে বিমল হাস্য নিয়ত আনন্দময় চিত্তে;
কটিতে শুক্লবাস। সর্বাঙ্গে ত্যাগের বিভূতি
শিবতুল্য সে পুরুষে মনে প্রাণে করি নিত্য
স্তুতি।

দা' ঠাকুর

শীলভদ্র সান্যাল

মাথার ওপর প্রখর সূর্য। চারিদিকে ধূ ধূ মাঠ।
দূরে কাক ডাকে। কোথাও নেই ছায়া।
চোখে-মুখে লাগে তৃষ্ণাকাতর হলকা হাওয়ার ছাট
কে ওই হাঁটেন, একাকী, শীর্ণকায়া ?

ধূলোমাখা পায়ে ডাইনে ও বাঁয়ে ছড়িয়ে রসের কণা
পথ ভেঙেছেন গ্রীষ্ম কিংবা শীতে,
বুকে ছিল যাঁর শুধু ক্ষুরধার জীবনের মন্ত্রণা
স্ফুলিঙ্গ ছোটে বুদ্ধির দীপ্তিতে !

আটচালা ঘরে আসেনি তো উড়ে কখনও লক্ষ্মীপেঁচা !
দু'টি শাকান্ন। তাতে কী এমন ক্ষতি ?
ঘরেতে গৃহিণী, কল্যাণীরূপা, সেইখানে মরাবাঁচা !
অপর যে জন তিনি তো সরস্বতী !

হাসিমুখে ফুটো পয়সায় করে জীবনের বিকিকিনি
জয় করেছেন নিকট কিংবা দূর,
পেনাল্টি কিকে গোল খেয়ে তবু জীবনরসিক, তিনি
আর কেউ নন, বিদূষক, দা' ঠাকুর ॥

মা ও মেয়ে মেলায় মায়েরা উপেক্ষিত

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ সাগরদীঘি চক্র সম্পদ কেন্দ্রের উদ্যোগে সম্প্রতি মনিগ্রাম গ্রাম পঞ্চায়েতের বলরামবাটী প্রাথমিক বিদ্যালয়ে ২য় বর্ষ মা ও মেয়ে মেলা হয়ে গেল। মা ও মেয়ে মেলা নামকরণ থাকলেও মায়েরা সেখানে ব্রাত্য। এলাকার মায়েদের অভিযোগ অনুষ্ঠানের সভাপতি বা প্রধান অতিথি মায়েদের করলে তারা খুশি হতেন। সেখানে দেখা গেল শিক্ষক নেতারা বুকে ব্যাজ লাগিয়ে সভামঞ্চ দখল করে আছেন। মনিগ্রাম এলাকায় সভা হলেও সেখানকার মহিলা প্রধান রেখা মাল কোন আমন্ত্রণ পাননি বলে খবর। মেলার অঙ্গ হিসাবে যে সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানের কথা ঘোষণা করা হয় সেখানেও মা ও মেয়েরা তাঁদের নাম জমা দিতে গিয়ে নিরাশ হয়েছেন। অথচ ভিন্ন এলাকার প্রতিযোগীরা নাম দিয়ে পুরস্কৃত হন। কয়েকজন উপেক্ষিত মায়ের বক্তব্য, অবর বিদ্যালয় পরিদর্শক এলাকার প্রতিটি স্কুলের সঙ্গে যোগাযোগ করে মেলা নিয়ে শিক্ষকদের সঙ্গে আলোচনা করলে বা ঐ সব শিক্ষকরা যদি গ্রামে গিয়ে মায়েদের উৎসাহিত করে মেলায় নিয়ে আসতেন তবে সরকারের উদ্দেশ্য সফল হত।

ট্রেকারের ধাক্কায় সাইকেল আরোহীর মৃত্যু

নিজস্ব সংবাদদাতা ঃ গত ২৫ এপ্রিল রঘুনাথগঞ্জ—সাগরদীঘি রাস্তায় মির্জাপুর ব্যাণ্ড্যান্ডের কাছে একটি যাত্রীবাহী ট্রেকার বিপরীতমুখী একটি সাইকেলকে ধাক্কা মারে। গনকর গ্রামের জনৈক ব্যক্তি তাঁর ছোট ছেলেকে নিয়ে আইলের উপর থেকে সাইকেলে বাড়ী ফিরছিলেন। ট্রেকারের ধাক্কায় ছেলেটি গুরুতর আহত হয়। তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে ভর্তি করলে পরদিন ছেলেটি মারা যায়। ট্রেকারটিকে পুলিশ আটক করে। ড্রাইভার পালিয়ে যায়।

ছত্রছায়ায় অশান্তি চালাচ্ছেই (২য় পৃষ্ঠার পর)

রাজনৈতিক ছত্রছায়ায় থেকে গ্রামে অত্যাচার চালিয়ে গেলেও পুলিশ কিছু করে না। তাই বাসন্তীরা বিচারের আশায় থানা ঘুরে ঘুরে ব্যর্থ হন। আরো জানা যায় অসৎ উদ্দেশ্য নিয়ে ভুজুর দল বাসন্তীকে তুলে নিয়ে যাবার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়ে শেষে সামান্য ঘটনা খাড়া করে মারামারি করে।

ভোটের ঘর

কল্যাণকুমার পাল

আকাশে কালো মেঘের ঘনঘটা। এই বুঝি বৃষ্টি আসে ঝম্ ঝম্ করে। তাই দ্রুত তালে পা চালাচ্ছি। এমন সময় এক ভদ্রলোক সামনে এসে নমস্কার করে বললেন—"চিনতে পারছেন ?" চলার পথে প্রশ্নটা শুনে থমকে গেলাম। অতীতের স্মৃতির পাতা উল্টাতে লাগলাম। না, কিছুতেই ভদ্রলোককে মনে করতে পারছিনা। অথচ মুখটা খুব চেনা-চেনা, কোথায় যেন দেখেছি তারে। বললাম—"আপনার নাম ?"

ভদ্রলোক গড় গড় করে বলতে লাগলেন—"যতন দাস, নিবাস কুসুমপুর। সেবার আপনি আমাদের গ্রামে পঞ্চায়েত ভোট নিতে গিয়েছিলেন।" এবার আমি ওর মুখ থেকে কথাগুলো লুফে নিয়ে বললাম—"ও, হ্যাঁ, হ্যাঁ, আপনি তো মশাই ভোটে দাঁড়িয়েছিলেন এবং পাশও করেছিলেন। এখন কি করছেন ?"

যতনবাবু বললেন—"ঐ যে বলে ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানো ঠিক তাই করছি। মিছিল, মিটিং, জনসভা, ভোট, রাজনীতি, গ্রামের বিচার-আচার এই সব করতেই সময় কেটে যাচ্ছে। আপনাদের মতো ভদ্রলোকের দ্বারা আর এইসব কাজ হবে না মশাই। গ্রামের বিচার সভায় এখন আমরাই শিরোমণি। আপনারা এখন ব্যাকডেটেড। রবিঠাকুর না কে যেন বলেছেন—তোমার হল শুরু, আমার হল সারা। এখন তাই অবস্থা মশাই। আপনাদের সমাপ্তি, আমাদের শুরু। আপনারা এখন সমাজের কোন কলহ বিবাদ বা ঝুট ঝামেলায় জড়াতে চান না। আপনারা এখন নিজেকে নিয়ে ব্যস্ত। প্রতিবেশী মানুষের দিকে তাকাবার সময় আপনাদের নেই। তাই আমাদের এখন এসব কাজ করতে হচ্ছে। এই তো সেদিন একটা বিচার করে এলাম। আমাদের গ্রামের একটি ছেলে বিয়ে করে তার স্ত্রীকে নিতে চায় না। আমি ছেলেটার কানটা ধরে হিড়হিড় করে টেনে নিয়ে বললাম—বেটা সাপের পাঁচ পা দেখেছো, বিয়ে করবে আর ছাড়বে—একি মগের মুলুক নাকি ?"

এতক্ষণ ধরে মন দিয়ে তার কথাগুলো শুনছিলাম। বুঝলাম যতন একটা যন্ত্রই বটে। বললাম—"ছেলেটি তার বৌকে নিয়ে যেতে রাজী হল ?" যতনবাবু বললেন—"নিয়ে যাবে না মানে ! দেখতে হবে কার পাল্লায় পড়েছে সে ! একটা নূতন শাড়ী কিনে দিয়ে তক্ষুনি বৌকে আনতে হুকুম দিলাম।"

—"কিন্তু এরপর যদি স্ত্রীকে নিয়ে এসে নির্যাতন করে, তখন কি হবে ? আজকাল তো হামেশাই বধূ হত্যা, বধূ নির্যাতনের খবর কাগজে চোখে পড়ে।" যতনবাবু আমার কথা শুনে অট্টহাস্যে আকাশ ফাটিয়ে দিলেন, বললেন—"বেশী চুলবুল করলেই মাথাটা ছেটে দেওয়া হবে।"

ভয়ে আমার বুকটা ঢিপ্ ঢিপ্ করে উঠলো। কি মারাত্মক এই লোকটি। প্রয়োজনে এরা খুন করতে পিছপা হয় না। খুন এদের কাছে জল-ভাতের মতো। বোমা, পিস্তল এদের ঘরে ঘরে। শুনেছি যতনবাবু আগে গরু কেনা-বেচার কাজ করতো। এক হাটে গরু কিনে অন্য হাটে বিক্রী করতো। লোকে তাই তাকে যতন পাইকার বলে ডাকে। যে বৎসর যতন প্রথম পঞ্চায়েত ভোটে পাস করে সে বৎসর গ্রামের সবচেয়ে অভিজ্ঞ ও প্রবীণ বেণীমাধববাবু বলেছিলেন—"যতন রে পাচনি আর দড়িগাছা ভাল করে চালের বাতায় গুঁজে রাখিস বাবা। কারণ পাঁচ বছর গেলেই তো আবার গরু (শেষ পৃষ্ঠায়)

ভোটের ঘর (৩য় পৃষ্ঠার পর)

কেনা-বেচার কাজ করতে হবে। তা না হলে পেটে ভাত জুটবে কি করে ?''

অবশ্য সেই দড়ি আর পাচনি লাঠি চালের বাতা থেকে নামাতে হয়নি। দল বদলের খেলায় সে মস্ত বড় খেলোয়াড়। যখন যে রাজনৈতিক দল গ্রাম পঞ্চায়েতে সংখ্যা গরিষ্ঠ হয়েছে তখন সে সেই দলের পতাকাতলে এসেছে। পঞ্চায়েত প্রধান হয়েছে পাঁচবার। যতন ব্যঙ্গ করে তাই ছড়া কেটে বলেন—''চোখ থাকতে অন্ধ কারা / ভোট দিতে যায় যারা—তার কারণ কি জানেন ? দেখবেন ভোট নিতে যাবার সময় ভোট কর্মীরা দু' চারটে লন্ঠন হাতে ভোট কেন্দ্রে পেঁছে যায়। কারণ তারা জানেন জনগণ অন্ধ। তাই অন্ধজনে আলো দেওয়ার জন্য ভোটের সময় লন্ঠনের ছড়াছড়ি। তবু যারা অন্ধ তারা আলো পায় না। অন্ধকার চটের ঘরে আরো অন্ধকার জমে।''

সত্যি যতন কি বিচিত্র এই দেশ ! ভোটের ঘরের অন্ধকার দূর হয় না। অন্ধ আমরা ভিতরে বাইরে। সব কিছু দেখেও যেন কিছু দেখতে পাই না। কথাগুলো ভাবতে ভাবতে তাকিয়ে দেখি যতন নেই। সে এগিয়ে গেছে রাজপথ দিয়ে আসা মিছিলের দিকে। তারপর ধীরে ধীরে সে হারিয়ে গেল মহামিছিলের মধ্যে। শুধু শোনা গেল মিছিলের শ্লোগান—''ভোট দিন। ভোট দিন।''

এবার ভোট বয়কট করছেন (১ম পৃষ্ঠার পর)

এইভাবেই বঞ্চিত হয় গ্রামের মানুষেরা চলাচলের স্বাচ্ছন্দ্য থেকে। এমনিভাবেই গ্রামের মানুষকে বঞ্চিত করা হয় গত ২০০০ এর বন্যায়। ক্ষতিগ্রস্ত গৃহহীনদের জন্য আর, এস, ডি, সি সংস্থা থেকে দুই লরি টিন আসে। সেখানে প্রকৃত ক্ষতিগ্রস্তদের বাদ দিয়ে পঞ্চায়েতের লোকজন ঐ টিনের সদ্ব্যবহার করে। গৃহহীনদের টিন ভাগবাঁটোয়ারার তালিকায় থাকেন মোটর সাইকেল ও পাকা বাড়ীর মালিক রাজকুমার সিংহ উপ-প্রধান লোহারাম দাস, জব এ্যাসিঃ কালী সিংহ অবস্থাপন্ন কাজেম সেখ, ফেলু সেখ, প্রমুখ। প্রকৃত গৃহহীনরা খোলা আকাশের নীচেই থেকে যায়। এইভাবেই ইলাসপুরের মানুষ বঞ্চিত হয় শিক্ষার সুযোগ থেকেও। শিশু কল্যাণ বিদ্যালয় নির্মাণের জন্য গ্রামের ননীগোপাল সরকার জায়গা দিলেও রাজনীতির মারপ্যাঁচে সেখানে না হয়ে বিদ্যালয়টি লক্ষ্মীজোলার সিপিএম প্রধান সাহাবুদ্দিনের নির্দেশে তার গ্রামে চালু হয়। ইলাসপুরের গরীব গুরবোদের চালু বান্ধক্য ভাতাও ধীরে ধীরে বন্ধ হয়ে যায় রাজনীতির অদৃশ্য খেলায়। এলাকার মানুষের অপরাধ এরা কংগ্রেস মনোভাবাপন্ন এ অভিযোগ গ্রামের কংগ্রেস কর্মী স্বপন চৌধুরীর।

বোমায় মৃত্যু (১ম পৃষ্ঠার পর)

গর্ভবতী স্ত্রী নাসিমা ঘুমোচ্ছিলেন। ঘুম চোখে নিজামকে ঘরে দেখে নাসিমা চিৎকার শুরু করে দেন। চিৎকারে পাড়াপড়শী জুটে গিয়ে নিজামকে মারধোর করে। নিজাম ছুটে পালিয়ে যাবার চেষ্টা করলে নাসিমার ভাই বাবলু তাকে লক্ষ্য করে পিছন থেকে বোমা ছুড়লে নিজাম গুরুতর আহত হয়। তাকে জঙ্গিপুর হাসপাতালে আনার পথে সে মারা যায়। বাবলু ফেরার।

কোথাও সমঝোতা হয়নি (১ম পৃষ্ঠার পর)

নির্দল প্রার্থী দাঁড় করিয়েছে সিপিএমের বিরুদ্ধে। এ ছাড়া সব অঞ্চলেই আর এস পি সরাসরি সিপিএমের বিরোধিতা করছে। আহিরণ নামুপাড়া ৯৪ নম্বর বুথে সিপিএমের নিয়তি দাসের সঙ্গে সরাসরি লড়াই হচ্ছে তৃণমূলের সন্ধ্যারাণী দাসের। এই ব্লকে কোন আসনেই সিপিএমের সঙ্গে কংগ্রেসের সরাসরি লড়াই হচ্ছে না বলে খবর। সাদিকপুর অঞ্চলে সিপিএমের দাপটে প্রথম-দিকে আর এস পি প্রার্থী নমিনেশন পেপার জমা দিতে না পারলেও শেষের দিকে জমা পড়েছে। তেমনি নিজেদের মধ্যে রেষারেষিতে রঘুনাথগঞ্জ-২ ব্লকের জেলা পরিষদ প্রার্থী প্রাক্তন কংগ্রেস বিধায়ক হাবিবুর রহমানের ছেলে আখরুজ্জামানকে জেলা নেতৃত্ব প্রথম-দিকে প্রতীক দিতে আপত্তি তোলে। এই নিয়ে জঙ্গিপুর ব্লক কংগ্রেস কমিটির মধ্যে বিরূপ প্রতিক্রিয়া দেখা দেয়। স্থানীয় কর্মীরা আখরুজ্জামানকে নির্দল হয়ে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করাবেন স্থির করেন। শেষে তাঁকে প্রতীক দেখা হয়েছে বলে খবর। সাগরদীঘিতে কংগ্রেস সমাজবিরোধীদের দিয়ে বেশ কিছু বুথ দখল করবে বলে সিপিএম প্রার্থীরা আশংকা করছে। বেলুইপাড়া গ্রামের কুখ্যাত সমাজবিরোধী আলতাবের বাড়ী থেকে পুলিশ সম্প্রতি কংগ্রেস কর্মী ঘড়ি সেখ ও খায়ের সেখকে গ্রেপ্তার করে। পিস্তল, গুলি ও বেশ কিছু বোমা উদ্ধার হয়।

কংগ্রেসের নির্বাচনী হাতিয়ার (১ম পৃষ্ঠার পর)

করে ১৩ লক্ষ একর জমি তপসিলি জাতি ও আদিবাসীদের মধ্যে বন্টন করা হয়েছে। কৃষিকে উন্নত করার জন্য এবারে পঞ্চায়েতের মাধ্যমে ফসলের বৈচিত্র্যকরণ কর্মসূচী গ্রহণ করা হয়েছে। কৃষি সমবায়ের মাধ্যমে বেকারদের কর্মসংস্থান করা ছাড়াও যুবকদের হাতে কলমে প্রযুক্তিগত শিক্ষা দেওয়া হচ্ছে যাতে তারা স্বনির্ভর হতে পারে। মাধ্যমিক স্তর পর্যন্ত শিক্ষা ব্যবস্থা পঞ্চায়েতের উপর দেওয়া হবে। ক্ষুদ্র শিল্পে পঃ বঙ্গ ভারতে প্রথম। এই ধারাকে অব্যাহত রাখতে এবং বিদ্যুৎ-এর সমবন্টন এবং দেখভালের জন্য ''গ্রামীণ বিদ্যুৎ করপোরেশন'' গঠিত হবে। তিনি আরও বলেন, অল্প সময়ের মধ্যেই সাগরদীঘিতে পঃ বঙ্গের বৃহত্তম ২০০০ মেগাওয়াটের বিদ্যুৎ কেন্দ্রটির কাজ শুরু হবে। কৃষি মজুর বিড়ি শ্রমিক ছাড়াও সাধারণ শ্রমিকদের জন্য প্রভিডেন্ট ফান্ডের ব্যবস্থা করেছে এই সরকারই। আর্সেনিক মুক্ত পানীয় জল সরবরাহের কাজ ইতিমধ্যেই বহু পঞ্চায়েত এলাকায় সম্পূর্ণ হয়েছে এবং বাকী পঞ্চায়েতেগুলিতে স্বাস্থ্যসম্মত পানীয় জল সরবরাহে রাজ্য সরকার দৃঢ় সংকল্প। কংগ্রেস ও বিজেপির অর্থনীতি একই। তৃণমূল কংগ্রেস সম্পর্কে তিনি বলেন, মূলটা গেছে কংগ্রেসে এবং বাকী তৃণটা শুকিয়ে যাচ্ছে। তিনি সকলকে সাবধান করে বলেন—এই জেলায় কংগ্রেসের একটি সমাজবিরোধী দল ভীষণভাবে সক্রিয় এবং এরা নির্বাচনের দিন পর্যন্ত সন্ত্রাস করতে পারে—এ কারণে জনগণকে সজাগ ও তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখার আহ্বান জানান। জেলা নেতা মুজাফফর হোসেন বলেন, যারা বামফ্রন্টকে হেয় করতে চায়, আগামী পঞ্চায়েত নির্বাচনে তাদের উপযুক্ত জবাব দিয়ে ছুটি করে দিতে হবে। এ বিষয়ে দলীয় কর্মীসহ সমস্ত মানুষকে ঐক্যবদ্ধ হবার আহ্বান জানান তিনি। অনুষ্ঠানের সভাপতি ও জঙ্গিপুর জোনাল কমিটির সম্পাদক মৃগাঙ্ক ভট্টাচার্য নির্বাচনকে রাজনৈতিক সংগ্রাম বলে উল্লেখ করেন। তিনি বলেন, কৃষি বিকাশের মধ্যে দিয়েই অর্থনৈতিক উন্নয়ন এবং পঞ্চায়েতের অগ্রগতির দ্বারাই এই বিকাশ সম্ভব। কয়েকটি শরিক দলের নেতিবাচক দৃষ্টিভঙ্গির সমালোচনা করে মৃগাঙ্ক বলেন, এরা আসলে বিরুদ্ধপক্ষ কংগ্রেসের হাত শক্ত করার পদ্ধতি অবলম্বন করেছে। জঙ্গীপুর এলাকায় বিজেপি, তৃণমূল কংগ্রেস ও কংগ্রেস জোটবদ্ধ হয়ে সরাসরি বাম প্রার্থীর বিরুদ্ধে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছে। শান্তি অথবা অশান্তি, উন্নয়ন অথবা অবনতি কোনটা কাম্য তা বিচারের ভার তিনি মানুষের শুভবুদ্ধির উপরই ন্যস্ত করে আগামী পঞ্চায়েতে নির্বাচনে প্রতিফলিত করে বিরুদ্ধ পক্ষকে যোগ্য জবাব দেবার আহ্বান জানান।

দাদাঠাকুর প্রেস এন্ড পাবলিকেশন, চাউলপট্টি, পোঃ রঘুনাথগঞ্জ (মুর্শিদাবাদ) পিন-৭৪২২২৫ হইতে সত্বাধিকারী অনুত্তম পণ্ডিত কর্তৃক সম্পাদিত, মুদ্রিত ও প্রকাশিত।